আমাদের পাপের উপর ঈশ্বরের বিজয়-১

(God's Victory over our Sin-1)

আদিপুস্তক ৩৮ অধ্যায় ৯-৯৯ পদ

আমাদের অনেকের মধ্যে বাইবেল পাঠ সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা বা মনোভাব আছে। আর সেই ভুল ধারণা হল, বাইবেলে কেবল সৎ, স্বচ্ছ ও নৈতিক জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব হল, আমার-আপনার মতো পাপীদের পরিত্রাণার্থে বাইবেলে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি আমার-আপনার মতো পাপীদের প্রকৃত চেহারাকে আড়াল করার পরিবর্তে সর্ব সমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। ফলস্বরূপ, বাইবেলের পাতায় পাতায় আমরা আমাদেরই মতো পাপী মানুষদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নকে দেখতে পাই। আদিপুস্তক ৩৮ অধ্যায়ে এই সত্য জলের ন্যায় স্পষ্ট। এই অধ্যায় যদিও যিহূদা ও তার পুত্রবধূ তামরের পাপের ধ্বংসাত্মক পরিণামকে তুলে ধরে, তথাপি এই অধ্যায় যিহূদা ও তামরের জীবনে স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের দ্বারা আশা ও আলোকেও প্রকাশ করে। তাই, এই অধ্যায় হল, মন্দের উপর ঈশ্বরের জয়লাভের পক্ষে সাক্ষ্য। এই সত্য উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে। তাই, আজ এবং আগামী রবিবারের উপদেশের মাধ্যমে আমরা এই সত্যকে দেখব।

ক। পরিবারে যিহূদার অবস্থান: এর আগে আমরা দেখেছি, আদিপুস্তক ৩৭-৫০ অধ্যায় কেবল যোষেফের বিবরণ নয়, কিন্তু যোষেফ ও তার ভাইদের বিবরণ। এ হল যাকোবের সেই পরিবারের সন্তানদের বিবরণ, যে পরিবার মুখাপেক্ষা, ঔদ্ধত্ব, শত্রুতা, ঘৃণা, ষড়যন্ত্র, এবং মিথ্যাচার দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। পূর্ববর্তী অধ্যায়, অর্থাৎ ৩৭ অধ্যায়ে আমরা দাদাদের দ্বারা যোষেফকে বিক্রি হতে ও মিসরে যেতে দেখেছি। এখন, পাঠক হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের মনেই যে কৌতুহল জাগতে বাধ্য, তা হল, মিসরে গিয়ে যোষেফের কী হল, তা জানবার আগ্রহ। কিন্তু ৩৮ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মিসরে যোষেফের পরবর্তী পরিস্থিতির বর্ণনা না দিয়ে, যাকোবের ৪র্থ ছেলে যিহূদার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি যেহেতু যোষেফ ও তার ভাইদের, তথা যাকোবের পরিবারের বিবরণ, তাই কেবল যোষেফের কথা নয়, কিন্তু অন্য ভাই, তথা যিহূদার কথার দ্বারা সেই পরিবারের অনৈতিক জীবন-যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে, যে প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে পারে, তা হল, যাকোবের ১২ পুত্রের মধ্যে কেন কেবল যিহূদার কথা পৃথকভাবে বলা হয়েছে। এর উত্তরে আমরা যে কথা বলতে পারি, তা হল, যিহূদা যদিও যাকোবের ৪র্থ পুত্র ছিল, কিন্তু তার ৩ জন দাদা যখন তাদের নেতৃত্ব দানে অযোগ্য করে তুলেছিল, তখন যিহূদা অগ্রাধিকার লাভ করতে শুরু করেছিল। কারণ, তাদের বড়ো দাদা রূবেণ তাদের বাবার উপপত্নী বিল্‌হার সঙ্গে শয়ন করেছিল (৩৫:২২), আবার ২য় ও ৩য় ভাই শিমোন ও লেবী অন্যায়ভাবে শিখিম নগরের অধিবাসীদের আক্রমণ করেছিল, যা যাকোবকে আশঙ্কিত করেছিল (৩৪ অধ্যায়)। ফলস্বরূপ, ৪র্থ পুত্র যিহূদা তাদের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে এসেছিল। আর তার সেই নেতৃত্বকে স্বীকার করে আমরা তার ভাইদেরকে তার কথা মতো কাজ করতে দেখেছি, যখন তারা যোষেফকে ইশ্মায়েলীয় বনিকদের কাছে বিক্রি করেছিল (৩৭:২৬-২৭)।

১ পদে আমরা দেখতে পাই, যোষেফকে সেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করার পর, যিহূদা স্বেচ্ছায় তার ভাইদের কাছ থেকে নিজেকে দূরবর্তী করেছে, ***"ঐ সময় যিহূদা নিজের ভাইদের কাছ থেকে নেমে গিয়ে*** *(went down)* ***অদুল্লম-নিবাসী হীরা নামে একজন লোকের কাছে গেল।"*** এই পদে যিহূদার "নেমে যাওয়া" হল ৩৯:১ পদে যোষেফের মিসরে "নেমে যাওয়া বা আনীত হওয়ার" প্রতিধ্বনি। আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়ে ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, তিনি তার বংশধরদের এক মহাজাতি করবেন এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাদের দ্বারা আশীর্বাদ পাবে। কিন্তু মাত্র তিন প্রজন্ম (অব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব) পার হতে না হতেই, আমরা অব্রাহামের বংশধরদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে দেখতে পাচ্ছি। ঈশ্বর যদিও এই পরিবারকে ব্যবহার করে তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ করতে চলেছেন, যিহূদা কিন্তু সেই পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে আগ্রহী নয়।

এখন, যিহূদার এমন আচরণের পক্ষে আমরা কোন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কারণকে নির্দেশ করতে পারি? প্রথমেই, আমরা যে বিষকে নির্দেশ করতে পারি, তা হল, এই পরিবারে যিহূদার জীবনকে আশীর্বাদপূর্ণ জীবন হিসাবে চিন্তা করা খুব কঠিন। কারণ, যিহূদা ছিল যাকোবের অপ্রিয় স্ত্রী লেয়ার ৪র্থ পুত্র। যিহূদার দাদু (লাবণ) চালাকি করে যাকোবের সঙ্গে তার মা লেয়ার বিয়ে দিয়েছিল, আর যাকোব বিয়ের পরেও লেয়ার থেকে রাহেলকেই বেশি ভালোবেসে ছিল (২৯:৩০)। যিহূদার জন্মের পর, তার এই নাম (যার অর্থ 'স্তব') রাখার পর, তার মা লেয়া এমন কথা বলেছিল, ***"এইবার আমি সদাপ্রভুর স্তবগান করব"*** (২৯:৩৫। লেয়ার এই কথা থেকে ধরা যেতে পারে, সন্তান জন্ম দেবার মাধ্যমে যাকোবের ভালোবাসা অর্জনে লেয়া যে চেষ্টা চালিয়েছে, এবার সেই চেষ্টা সে বন্ধ করতে চলেছে। কিন্তু সেই পরিবারের সদস্যদের প্রতি যাকোবের মুখাপেক্ষা ক্রমশ জারি ছিল। ৩৩ অধ্যায়ে এই মুখাপেক্ষা প্রকট হয়ে উঠেছিল, যখন ৪০০ জনের দল নিয়ে যাকোবের সঙ্গে দেখা করতে এষৌ আসছিল, তখন তাতে ভয় পেয়ে, যাকোব লেয়া ও তার সন্তানদের এগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু রাহেল ও যোষেফকে সবথেকে শেষে রেখেছিল। সহজেই উপলব্ধি করা যায়, পিতার এমন আচরণ দেখে যিহূদা কী উপলব্ধি করেছিল: সে সেই পরিবারে **দ্বিতীয়-শ্রেণীর সদস্য**। কেবল তাই-ই নয়, ৩৭ অধ্যায়ের শেষে আমরা যাকোবকে দেখি, যোষেফের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর, যাকোব এমন শোক করেছে যে যোষেফই যেন তার একমাত্র পুত্র-সন্তান। এমন অবহেলা যিহূদাকে সেই পরিবারের প্রতি অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। এরই সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি, যা যিহূদাকে সেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। আর তা হল, অব্রাহাম ও ইস্হাকের মতো যিহূদাও হয়ত নিঃসন্তান ছিল, তার বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কেউ ছিল না। আর তাই যিহূদা সেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তার জীবন নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিল।

খ। কনানীয়দের মধ্যে জীবন: দ্বিতীয়-শ্রেণীর সদস্য হওয়ার পরিবর্তে যিহূদা সেই পরিবার ত্যাগ করে কনানীয়দের মধ্যে নতুন করে তার জীবন শুরু করতে চেয়েছিল। এখন, এই কাজের জন্য কি আমরা তাকে দোষ দিতে পারি? মনে হয় না, কারণ এমন সমস্যাপূর্ণ পরিবারে যোষেফ ছাড়া আর কেউ কি থাকতে চায়? তাই, যিহূদা আর সেই অবহেলা বা অমর্যাদা নেমে নিতে রাজি ছিল না। যিহূদা সেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল ও সেই মতো কাজ করল।

কিন্তু, যিহূদা যে কেবল সেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, তা নয়, ঈশ্বর ও তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকেও সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যিহূদা কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়েছে? ১ পদে বলা হয়েছে, সে ***'অদুল্লম নিবাসী হীরার'*** কাছে গেছে। আবার ২ পদে বলা হয়েছে, ***"সেই স্থানে শূয় নামে এক কনানীয় পুরুষের কন্যাকে দেখে যিহূদা তাকে গ্রহণ করে তার কাছে গমন করল।"*** অর্থাৎ, অব্রাহাম ও ইস্হাক তাদের বংশধরদের বিষয় যে আশঙ্কা করেছিল (কনানীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন), যিহূদা সেই কাজই করেছে। প্রতিজ্ঞাত দেশে সেই পরিবার সর্বদা যে প্রলোভন অনুভব করেছে, তা হল, তাদের চারিদিকে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রণ ও তাদের সঙ্গে একাত্মতা। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই বিষয়টি ছিল খুবই মারাত্মক, যেহেতু, এর দ্বারা তারা তাদের প্রতিবেশি অবিশ্বাসীদের মিথ্যা আরাধনা, সামাজিক মন্দতা ও ব্যক্তিগত দুষ্টতায় অংশ নেবে। ইস্রায়েলের পরবর্তী ইতিহাসে, বিচারকদের সময় এই ঘটনাই ঘটেছে। ধরা যেতে পারে, যিহূদার ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। কিন্তু কেবল প্রতিজ্ঞার পরিবার ত্যাগ ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে জীবন-যাপন নয়, যিহূদার জীবনে আরও একটি পাপ তাকে অনেক নিচে নামিয়েছিল, যে পাপের বিষয় ৩৮ অধ্যায় আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেয়।

গ। ইন্দ্রিয়দমনে ব্যর্থতা: এর আগে আমরা যাকোবকে দেখেছি ৪ জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘর করতে। যাকোবের ক্ষেত্রে সেই কাজ কখনও সহজ ছিল না। এই অধ্যায়ে আমরা সেই যাকোবের ৪র্থ পুত্রকে দেখতে পাচ্ছি, যে ইন্দ্রিয়দমন তথা যৌন ইচ্ছা চারিতার্থ করা থেকে নিজেকে সংযত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২ পদে যে কথা বলা হয়েছে, ***"... কন্যাকে দেখে যিহূদা তাকে গ্রহণ করল,"*** তার দ্বারা স্পষ্ট যে, যিহূদা তাকে ভালোবেসে বিয়ে করার পরিবর্তে, পাপপূর্ণ যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করতে তাকে গ্রহণ করেছে ও তার কাছে গমন করেছে। একই ধরণের কথা আমরা আদিপুস্তকের অন্যত্রও দেখতে পাই, যেমন ৩ অধ্যায়ে, হবা যখন **দেখেছিল** সেই গাছ সুখদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, জ্ঞানদায়ক বলে বাঞ্ছনীয়, তখন সে তার ফল পেড়ে নিজে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

খেয়েছিল ও তার স্বামীকে খেতে দিয়েছিল। আবার ৬:২ পদে, ঈশ্বরের পুত্ররা মানুষদের কন্যাদের সুন্দরী **দেখে** যার যাকে ইচ্ছা, সে তাকে বিয়ে করেছিল। ১২:১৫ পদে, ফরৌণ সারাকে **দেখে** গ্রহণ করেছিল। ৩৪:২ পদে, শিখিম দীণাকে **দেখে** গ্রহণ করেছিল। **বিবাহে মূখ্য বিষয় শারীরিক সৌন্দর্য, বা অর্থ-সম্পত্তি বা সামাজিক প্রতিপত্তি নয়, কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা**; কিন্তু তার অভাব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। পিতা যাকোবের ন্যায় যিহূদাও নিজের স্ত্রীর প্রতি প্রেমপূর্ণ বিশ্বস্ত স্বামী হতে ব্যর্থ হয়েছে। যিহূদার সঙ্গে যে কনানীয় স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়েছিল, তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি।

৩-৫পদে বলা হয়েছে, *"পরে সে (যিহূদার স্ত্রী) গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করল ও যিহূদা তার নাম 'এর' রাখল। পরে পুনর্বার তার গর্ভ হলে সে (যিহূদার স্ত্রীর) পুত্র প্রসব করে তার নাম 'ওনন' রাখল। পুনর্বার তার গর্ভ হলে সে (যিহূদার স্ত্রী) পুত্র প্রসব করে তার নাম 'শেলা' রাখল, এর জন্মকালে যিহূদা কষীবে ছিল।"* এখানে, কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট: (১) প্রথম পুত্রের নামকরণ যিহূদার দ্বারা হলেও, ২য় ও ৩য় পুত্রের নামকরণ যিহূদার স্ত্রীর দ্বারা হয়েছে, (২) ৩য় পুত্র শেলার জন্মের সময় যিহূদা সম্পূর্ণ অন্য একটি শহরে বসবাস করছিল। এর থেকে স্পষ্ট যে, নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে যিহূদা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

৬-৭ পদে বলা হয়েছে, *"পরে যিহূদা 'তামর' নামে একটি কন্যাকে এনে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'এর' -এর সঙ্গে বিবাহ দিল। কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়ায় সদাপ্রভু তাকে মেরে ফেললেন।"* এই কথা থেকে স্পষ্ট যিহূদা নিজে যেমন তার স্ত্রীকে কেবল দেখেই বিয়ে করেছে, সেই বিবাহের ক্ষেত্রে ভালোবাসার পরিবর্তে তার যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করারই মূখ্য কারণ ছিল; নিজের ছেলের বিয়ের ক্ষেত্রেও যিহূদা একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, 'তামর' নামের অর্থ 'তাল গাছ,' যে নাম থেকে আমরা তার দীর্ঘাকৃতি ও শারীরিক সৌন্দর্যকে কল্পনা করতে পারি। আরও বলা যায় যে, যিহূদার ন্যায় তার পুত্র 'এর'ও তামরকে ভালোবাসার পরিবর্তে তাকে কেবল তার যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করার উপায় জ্ঞান করেছিল। সেইহেতু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে সে দুষ্ট পরিগণিত হয়েছে এবং সদাপ্রভু তাকে বধ করেছেন। এর আগে আদিপুস্তকে সদাপ্রভুর দ্বারা হত হবার কথা আমরা সদোম ও ঘমোরার বিনাসের সময় দেখতে পাই। সেখানে যদিও সেই কথা সেই দুই নগরের সমস্ত অধিবাসীদের প্রতি উক্ত হয়েছিল, এখানে কিন্তু এই কথা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি উক্ত হয়েছে।

বড়ো ছেলে 'এর'-এর মৃত্যু হওয়াতে, যিহূদা তার ২য় পুত্র 'ওনন'-এর সঙ্গে তামরের বিয়ে দেয়। ৮ পদে বলা হয়েছে, *"তাতে যিহূদা ওননকে বলল, তুমি নিজের ভাই-এর স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তার প্রতি দেবরের কর্তব্য সাধন করে নিজের ভাই-এর জন্য বংশ উৎপন্ন কর।"* এই কথা শুনে আজ আমরা যদিও অবাক হই, তখনকার দিনে সেই সমাজে এটাই ছিল প্রচলিত প্রথা। একে বলা হত ''লীভিরেট (দেবরের সঙ্গে) বিবাহ," *(levirate marriage)* যার অর্থ, যখন কোন পুরুষ বিবাহের পর নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যেত, তখন তার বংশকে টিকিয়ে রাখতে তার স্ত্রীর মাধ্যমে তার পুত্র উৎপন্ন করা ছিল তার অবশিষ্ট পরিবারের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত স্বামীর ভাইয়ের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ছিল তার বৌদিকে বিবাহ করা ও সেই বিবাহের মাধ্যমে উৎপন্ন সন্তানকে দাদার সন্তান বলে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে দাদার বংশকে রক্ষা করা। ঈশ্বর যখন মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলকে তাঁর বিধান দান করেন, তখন এই প্রথাকে আইন-সঙ্গত করা হয় (২বিবরণ ২৫:৫-১০)। এই বিবাহ প্রথার পেছনে যে চিন্তা কাজ করেছে, তা হল, নিঃসন্তান হিসাবে মারা যাওয়া স্বামীর বংশকে রক্ষা করা এবং সেই বিধবা স্ত্রীর অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, যেহেতু তার বৃদ্ধাবস্থায় সেই সন্তান তার সংস্থান করবে (২বিবরণ ২৫:৫-৬)। রূতের পুস্তকে আমরা এই প্রথা মেনে বিবাহকে দেখতে পাই, যখন মোয়াবীয় রূৎ স্বামীহারা হয়ে তার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ইস্রায়েলে ফিরে আসে, তখন তার মৃত স্বামীর নিকটবর্তী পুরুষের সঙ্গে বিবাহের মাধ্যমে মৃত স্বামীর জন্য বংশ উৎপন্ন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। বোয়স সেই কাজ করতে আগ্রহী হলেও, বোয়সের থেকেও নিকটবর্তী আত্মীয় থাকায়, তার কাছ থেকে অনুমতি পাবার প্রয়োজন হয়েছিল (রূৎ ৩:৯)। আবার, পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী সদ্দূকীরা এই নীতিকে ভিত্তি করে যীশুকে প্রশ্ন করেছিল (লূক ২০:২৭-৩৩)।

যাইহোক, যিহূদা যদিও এই উদ্দেশ্যে তামরের সঙ্গে 'ওনন'-এর বিবাহ দিয়েছিল, ঠিক কথা, কিন্তু 'ওনন'

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এই উদ্দেশ্য পূরণে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। ৯ পদে বলা হয়েছে, ***"কিন্তু ঐ বংশ নিজের হবে না, এ কথা বুঝে ওনন বৌদির কাছে গমন করিলেও ভাই-এর বংশ উৎপন্ন করার অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করত।"*** 'ওনন'-এর এই কাজের মধ্যে আমরা 'জন্মের অধিকারের' ইস্যুকে দেখতে পাচ্ছি। 'এর' ছিল যিহূদার প্রথম পুত্র আর তাই সে জ্যেষ্ঠাধিকারের অধিকারী ছিল। এখন 'এর' যদি নিঃসন্তান থেকে যায়, তাহলে সেই জ্যেষ্ঠাধিকার 'ওনন'-এর প্রতি স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু তামর যদি সন্তানকে জন্ম দেয়, তাহলে সেই সন্তান 'এর'-এর সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে, এবং জ্যেষ্ঠাধিকার তার প্রতিই প্রদত্ত হবে। এখন 'ওনন" তার বড়ো ভাই-এর উত্তরাধিকার বা স্মৃতি রক্ষার্থে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়, পরিবর্তে, দাদার মৃত্যুতে সে যে জ্যেষ্ঠাধিকার অর্জন করেছে, তা ধরে রাখতে 'ওনন' মরীয়া। আর তাই সে তার বৌদির কাছে গমন করলেও সেই নোংরা আচরণ করেছে।

'ওনন'-এর আচরণকে পর্যালোচনা করলে, আমরা তার দুষ্টতার প্রকটতা আরও স্পষ্ট দেখতে পাই। 'দেবরের সঙ্গে বিবাহ' নামক প্রথাকে যে 'ওনন' অস্বীকার করেছে, তা নয়, কিন্তু এই প্রথাকে ব্যবহার করে, এর শুভ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পরিবর্তে 'ওনন' তামরের উপর যৌন অত্যাচার চালিয়েছে। 'ওনন' যদি তার দাদার বংশ উৎপন্ন করতে এতখানি নারাজ ছিল, তাহলে সে কেন তামরের কাছে গমন করেছিল? ৯ পদ ভালো করে পড়ে আমরা উপলব্ধি করি যে, এক-দু বার নয়, 'ওনন' ধারাবাহিকভাবে তামরের কাছে গমন করেছে ও তার সঙ্গে সহবাস তথা যৌন সম্ভোগ উপভোগ করেছে, কিন্তু সন্তান উৎপন্ন করতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করেছে। এখন, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে 'ওনন'-এর এই আচরণ ঘৃণ্য ও জঘন্য, আর তাই ১০ পদে বলা হয়েছে, ***"তার সেই কাজ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে, তিনি তাকেও (তার দাদা এরের ন্যায়) বধ করলেন।"***

যিহূদা কিন্তু এ সবের কিছুই জানত না। সে যা দেখেছে ও উপলব্ধি করেছে, তা হল, তামরের সঙ্গে তার দুই পুত্রের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তারা দুজনেই মারা গেছে। যিহূদা স্তম্বিত হয়েছে। এখন, এমন পরিস্থিতিতে, 'দেবরের সঙ্গে বিবাহের' প্রথা অনুসারে, যিহূদার দায়িত্ব হল, তার অবশিষ্ট পুত্র 'শেলা'-র সঙ্গে তার বিধবা পুত্রবধূ তামরের বিবাহ দান। কিন্তু যার সঙ্গে বিবাহের ফলস্বরূপ যিহূদা তার দুই পুত্রকে হারিয়েছে, তার সঙ্গে সে কীভাবে তার ৩য় পুত্রেরও বিয়ে দেয়। আর তাই, যিহূদা তামরকে বলল, ***"যে পর্যন্ত আমার পুত্র 'শেলা' বড়ো না হয়, সেই পর্যন্ত তুমি নিজের বাবার বাড়ীতে গিয়ে বিধবাই থাক"*** (১১ক)। শেলা বড়ো হলে পর কি যিহূদা তার সঙ্গে তামরের বিয়ে দিয়েছিল? না, কারণ ১৪ পদে বলা হয়েছে, ***"কারণ সে (তামর) দেখল, শেলা বড়ো হলেও শেলার সঙ্গে তার বিয়ে হল না।"*** সত্য হল, যিহূদা যদিও তার ৩য় পুত্রের বয়সের অজুহাত দেখিয়ে তামরের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়নি, কিন্তু তামরের সঙ্গে বিয়ে না দেবার পেছনে আসল কারণ হল: ***"পাছে ভাইদের ন্যায় সে-ও (শেলা) মারা যায়"*** (১১খ)। আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি, এমন পরিস্থিতিতে চারিদিকে কী ধরণের গুজব রটেছিল: তামর হল 'ডাইনী,' তার সঙ্গে যার বিয়ে হয়, সে-ই মারা যায়। হয়ত, সেই গুজবকে আরও চাঙ্গা করতে যিহূদা নিজে সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু 'এর' এবং 'ওনন'-এর মৃত্যু সম্বন্ধে বাইবেল কী সাক্ষ্য দেয়? বাইবেলের সাক্ষ্য হল, তারা দুজনেই সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়ায়, সদাপ্রভু তাদের বধ করলেন। বেচারা তামর, ঘরের ভিতরে যখন 'ওনন' তার উপর যৌন অত্যাচার চালিয়েছে, তখন বাইরের লোকেরা তাকে 'ডাইনী' চিন্তা করেছে।

কিন্তু এই কাহিনী কি আমাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি থেকে কোনও অংশে পৃথক। আমাদের সমাজেও কি আমরা একই ধরণের পাপকে দেখতে পাই না? পারিবারিক মুখাপেক্ষা, নিজের ভাইকে পর্যন্ত অর্থের বিনিময়ে বিক্রি, নিজের পরিবারকে ত্যাগ, কেবল যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করার নামে বিবাহ, দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলা, নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি অবহেলা, স্বার্থপর ইচ্ছা চারিতার্থ করার মাধ্যমে পারিবারিক অশান্তি, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, মিথ্যা গুজব, পুত্রবধূর উপর স্বামীর পরিবারের সদস্যদের অত্যাচার, ইত্যাদি। এদের কোনওটাই আমাদের কাছে অজানা বা অপরিচিত নয়, এদের প্রত্যেকটিই আমাদের পৃথিবীর প্রতিদিনের কাহিনী। যিহূদার বিবরণ আমাদের মতো পাপীদের কাহিনী। কিন্তু আমাদের পাপই শেষ কথা নয়, এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আগামী রবিবার আমরা দেখতে চলেছি আমাদের পাপের উপর ঈশ্বরের বিজয়। আর তাই, আসুন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, পরিবর্তিত হই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com